শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি (Learning gap) দূরীকরণ।

বিবরণঃ

মহামারী করোনার জন্য গত ১৭/০৩/২০২০ ইংরেজি তারিখ থেকে বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষনা করা হয়। অদ্যবদি দেশের সকল শিক্ষা প্রষ্ঠিান বন্ধ রয়েছে। যার জন্য আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি দেখা দিয়েছে। শিক্ষার্থীদের এই শিখন ঘাটতি পূরণ না করে তাদের জন্য নিয়মিত পাঠ শিখন খুবই কষ্ট সাধ্য একটা ব্যপার হবে। তাই তাদের প্রথমেই শিখন ঘাটতি নির্ণয় করে সেই মোতাবেক ফলপ্রসূভাবে Treatment দিয়ে নিয়মিত পাঠ দিতে হবে।

বাস্তবায়ন পদ্ধতিঃ

১) সকল শিক্ষককে অনেক বেশি আন্তরিক এবং পরিশ্রমি হতে হবে।

২) সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে নেপ কর্তৃক প্রেরিত আন্তবর্তীকালীন Lesson plan অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে।

৩) শিক্ষকদের অবশ্যই শিক্ষার্থীদের Psychology বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কারণ শিক্ষার্থীদের মনোজতাত্ত্বিক বিষয় বুঝে তাদের পাঠ দিতে হবে।

৪) শিক্ষার্থীদের Schooling Time টার পুরোটায় পড়া লেখার পেছনে ব্যয় করার জন্য সকল শিক্ষককেই কৌশলী হতে হবে।

৫) শ্রেণির অধিকাংশ শিক্ষার্থী যদি শিক্ষকের উপাস্থাপিত পাঠটি আয়ত্ব করতে না পারে, তা হলে শিক্ষককে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্ভন করে পাঠদান করতে হবে।

৬) আর যদি অল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী পাঠটি আয়ত্ব করতে না পারে, তাহলে, শ্রেণিতে যে সকল সবল শিক্ষার্থী রয়েছে তাদেরকে কাজে লাগিয়ে ঐ Slow Learner- দের পাঠটি আয়ত্ব করার জন্য কাজে লাগাতে হবে। তবে এই কাজ পরিচালনায় শিক্ষককে সারাক্ষণ উপস্থিত থেকে মনিটরিং এবং মেন্টরিং করতে হবে।

এই কার্যক্রমটির বাস্তবায়ন জন্য কোন বিশেষ বরাদ্দ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সংশ্লিষ্ট উপজেলার UEO, URC Instructor, AUEO এবং Assistant URC Instructor তাঁদের নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শনে তদারকি করবেন।